19 FEB 2017

শ্রেণিকক্ষ-সংকট, ক্লাসের জন্য অপেক্ষায় থাকেন শিক্ষার্থীরা!

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হা ল চা ল ১৬

গুরুদয়াল সরকারি কলেজ

- ১০৯ শিক্ষকের ঘাটতি
- দুই পালা করেও ক্লাস নিতে হিমশিম
- ফল ভালো হলেও প্রাইভেট-কোচিং নির্ভরতা কাটছে না

মোশতাক আহমেদ ও তাফসিলুল আজিজ, কিশোরগঞ্জ থেকে ●

গুরুদয়াল সরকারি কলেজের পুরোনো ভবন ● প্রথম আলো

প্রায় ২১ হাজার শিক্ষার্থীর কলেজে শ্রেণিকক্ষ ৩৪টি। প্রতিটি বিভাগে প্রয়োজন কমপক্ষে ছয়টি শ্রেণিকক্ষ, আছে গড়ে দুটি। তাই একটি বর্ষের ক্লাস চললে অন্য বর্ষের শিক্ষার্থীদের প্রায়ই নিজ ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

৭৪ বছরের পুরোনো কিশোরগঞ্জের এই ঐতিহ্যবাহী গুরুদয়াল সরকারি কলেজে শ্রেণিকক্ষের পাশাপাশি আছে শিক্ষকসংকটও। এ কারণে দুই পালা (শিফট) করেও ঠিকমতো ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয় না। সিলেবাস শেষ করতে শিক্ষার্থীরা নোট-গাইড এবং প্রাইভেট ও কোচিংমুখী হচ্ছেন। নিয়ম ভেঙে শিক্ষকেরাও নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়াচ্ছেন। ৯ ফেব্রুয়ারি সরেজমিনে ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে এমন চিত্র পাওয়া গেছে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বলছেন, গুরুদয়াল সরকারি কলেজ কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত হলেও রয়েছে নানা সমস্যা। অথচ এ কলেজেই সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, বর্তমান রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা পড়েছেন।

কলেজের মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন ইংরেজির স্নাতক (সম্মান) তৃতীয় বর্ষের তিন ছাত্র শামীম রেজা, বায়েজিদ আহমেদ ও শাহ আলম। তাঁরা বলেন, তাঁদের বিভাগে শ্রেণিকক্ষ মাত্র দুটি। শুধু তৃতীয় বর্ষেই নয়টি কোর্স। ফলে অনেক সময় একজন শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন তো অন্য বর্ষের শিক্ষার্থীরা বাইরে ক্লাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন—কখন তা শেষ হবে।

অধ্যক্ষ অধ্যাপক রাম চন্দ্র রায়ও বললেন, কলেজের সবচেয়ে বড় সমস্যা শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ-সংকট। তিনি বলেন, বেশ কিছুদিন আগে শিক্ষকের ৮১টি পদ সৃষ্টি এবং ১০ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। তবে এসব সমস্যা থাকলেও কলেজের ফল ভালো হচ্ছে বলে জানান অধ্যক্ষ।

১৯৪৩ সালে ২২ দশমিক ৭২ একর জায়গার ওপর প্রতিষ্ঠিত কলেজটি ১৯৮০ সালে সরকারি হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

অপেক্ষায় থাকেন শিক্ষার্থীরা!

শেষ পৃষ্ঠার পর

এখানে উচ্চমাধ্যমিক ছাড়াও স্নাতক (সম্মান), স্নাতক (পাস), স্নাতকোত্তর, প্রিলিমিনারি ও প্রাইভেট কোর্সে পড়ানো হয়। নিয়মিত শিক্ষার্থী ২০ হাজার ৮৯০ জন।

১০৯ শিক্ষকের ঘাটতি

বর্তমানে ১৭টি বিষয় পড়ানো হয়। এর মধ্যে ১৬টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়। নিয়মানুযায়ী যেসব বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়, সেগুলোর প্রতিটিতে কমপক্ষে ১২ জন করে এবং উচ্চমাধ্যমিকে প্রতিটি বিষয়ে দুজন শিক্ষক থাকার কথা। এই হিসাবে কলেজে ১৯৪ জন শিক্ষক প্রয়োজন হলেও আছেন ৮৫ জন। ১০৯ জন শিক্ষকের ঘাটতি আছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১: ২৪৫।

কয়েকজন শিক্ষক বললেন, শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ-সংকটের কারণে দুই পালায় ক্লাস নেওয়া হয়। এর মধ্যে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি পাস কোর্সে এবং দুপুর ১২টা থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর স্তরের ক্লাস নেওয়া হয়। বাংলা ও ইংরেজি উচ্চমাধ্যমিকে বাধ্যতামূলক। আবার দুটি বিষয়েই স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়। কিন্তু দুটি বিষয়েই মাত্র পাঁচজন করে শিক্ষকের পদ আছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ বাংলায় তিনজন ও ইংরেজিতে দুজন অতিথি শিক্ষক রেখেছেন। এ ছাড়া ইংরেজিতে আরেকজন সংযুক্ত শিক্ষক রয়েছেন। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। স্নাতক-স্নাতকোত্তর পড়ানো হলেও আটটি বিষয়ে অধ্যাপকের পদই নেই।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে ক্লাস কম

স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের বিভিন্ন বিভাগের অন্তত আটজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উচ্চমাধ্যমিকে মোটামুটি নিয়মিত ক্লাস হলেও স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে তা বজায় থাকে না। আবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বছরজুড়ে পরীক্ষা থাকায় ক্লাসের সংখ্যাও কমে যায়। সব মিলিয়ে বছরে ৯০ থেকে ১০০ দিন ক্লাস হয়। এতে ক্লাসে সিলেবাস শেষ হয় না।

ফল ভালো হলেও প্রাইভেট-কোচিং নির্ভরতা থাকছেই

এইচএসসিতে বিজ্ঞানে ২০১৬ সালে পাসের হার ৯৩ দশমিক ৪৭, মানবিকে ৮৫ দশমিক ৪৪ এবং ব্যবসায় শিক্ষায় প্রায় ৮৯ শতাংশ। স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে পাসের হারও ৯০ শতাংশের ওপর।

কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভালো ফলের জন্য কলেজের পাশাপাশি প্রাইভেট ও কোচিং ব্যবস্থা ভূমিকা রাখছে। 'হিসাববিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শুভ রহমান বলেন, গত নভেম্বরে তাঁদের প্রথম বর্ষ পরীক্ষা শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস এখনো শুরু হয়নি। অথচ আগামী অক্টোবরের দিকে তাঁদের পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে কীভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রথম বর্ষে দুটি কোর্স পড়েছিলেন। এখনো চারটি কোর্সে প্রাইভেট পড়ছেন।

নিয়ম ভেঙে শিক্ষকেরা প্রাইভেট পড়ান

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, কোনো শিক্ষক তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। অন্য প্রতিষ্ঠানের বড়জোর ১০ জনকে পড়াতে পারবেন। কিন্তু এই কলেজের কয়েকজন ছাত্র-শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হিসাববিজ্ঞান, ইংরেজি ও বিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয়ের কয়েকজন শিক্ষক প্রাইভেট পড়ান। হিসাববিজ্ঞানের দ্বিতীয় বর্ষের একজন ছাত্র বললেন, তিনি ওই বিভাগের একজন শিক্ষকের কাছে তিনটি কোর্সে প্রাইভেট পড়েন। ওই শিক্ষক বাসায় ব্যাচ করে পড়ান। প্রতিটি কোর্সের জন্য আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা দিতে হয়।

আবাসন ও পরিবহনসংকট

কলেজে ১১ হাজার ৬৮৬ জন ছাত্র এবং ৯ হাজার ২০৪ জন ছাত্রী। ছাত্রীদের জন্য ১০০ আসনের একটি ছাত্রীনিবাসে থাকেন ২০০ জন। ছাত্রদের জন্য দুটি ছাত্রাবাস আছে। একটিতে ১২০ এবং আরেকটিতে ১৫০ আসন রয়েছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, ওয়াসিমুদ্দীন মুসলিম ছাত্রাবাসটি জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। তবে ছাত্রীদের জন্য একটি ছাত্রীনিবাস ও ছাত্রদের জন্য আরেকটি ছাত্রাবাস হচ্ছে। আবাসনসংকট থাকলেও কলেজের শিক্ষার্থীদের চলাচলের জন্য কোনো বাস নেই। কলেজে কেন্দ্রীয় একটি গ্রন্থাগার থাকলেও সেখানে বসে পড়ার সুযোগ নেই।